যুগান্তর

তারিখ 20.2006
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

শিক্ষা কামশনের কোন সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়নি

ইউসুফ আলী

শিক্ষা খাতের উন্নয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত ছয়টি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। কিন্তু কোন কমিশনের সুপারিশই বাস্তবায়ন হয়নি। সর্বশেষ জোট সরকার ক্ষমতায় এসে দু'বার দুটি কমিশন গঠন করে। কিন্তু সব সুপারিশ ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে রয়েছে। শিক্ষা খাতের উন্নয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গৃহীত এ কমিশন ৩৪২ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে ৮৮০টি সুপারিশ করেছে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১০০ দিনের কার্যক্রমের আওতায় ২০০১ সালের ২৪ ডিসেম্বর শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। শিক্ষাবিদ মুহাম্মদ আবদুল বারীকে সভাপতি করে গঠিত এ কমিটিকে একটিমাত্র দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তা হচ্ছে- কমিটি দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কার চিহ্নিত করবে। বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি। কমিটির তৃতীয় সভায় সংস্কার চিহ্নিত করতে ৭টি উপকমিটি গঠন করা হয়। সংস্কার কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ আবদুল বারী রিপোর্টের ভূমিকায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অনুরোধ করে বলেছেন, অন্যান্য প্রতিবেদনের মতো এ রিপোর্টের সুপারিশও যেন ফাইলবন্দি হয়ে না থাকে। একইসঙ্গে তিনি এটি বাস্তবায়নের জন্য একটি বিশেষ সেল গঠনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু এতসব করার পরও সংস্কার কমিটির সুপারিশ কোনটি বাস্তবায়ন করেনি। বাস্তবায়ন :

বিদায়ের পালা
৮ দিন

বাস্তবায়ন : করা হয়নি

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

এর পরেই জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩ গঠন করা হয়। সেটিও আলোর মুখ দেখেনি।

দেখা গেছে, ২০০২ সালের ২১ অক্টোবর মন্ত্রিসভার বৈঠকে দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাবলি চিহ্নিত করে এর উন্নতিকল্পে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়। পরে সরকার ২০০৩ সালের ১৫ জানুয়ারি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করে। প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞাকে চেয়ারম্যান করে দেশের বিশিষ্ট ২৪ জন শিক্ষাবিদসহ শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন সদস্যরা দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশে সফরে যাননি। মূলত তাদের জ্ঞান, দেশ-বিদেশের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি করেন। কমিশন প্রতিবেদন তৈরির জন্য ১২টি উপকমিটি গঠন করা হয়। ২০০৪ সালের মার্চ মাসে শিক্ষা কমিশন সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করে। ৩৪২ পৃষ্ঠার এ প্রতিবেদন তিনটি অংশে বিভক্ত এবং এতে সবগুলো শিক্ষা উপখাতের জন্য ৮৮০টি সুপারিশ রয়েছে। এসব সুপারিশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ২০০৪ সালের জুলাই মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি বাস্তবায়ন সেল গঠন করে। বাস্তবায়ন সেল প্রাথমিক পর্যায়ে দেশব্যাপী ৬টি প্রশাসনিক বিভাগে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কমিশনের সুপারিশ কিভাবে বাস্তবায়িত হবে সে সম্পর্কে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ এবং সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শের উদ্দেশ্যে ৬টি বিভাগীয় শহরে পরামর্শ সভার আয়োজন করে। পর্যায়ক্রমে রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা ও সর্বশেষ ঢাকায় পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে ড. মুহাম্মদ কুদরাত-ই-খুদাকে সভাপতি করে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এর পর ১৯৭৯ সালে কাজী জাফর আহমদ ও আবদুল বাতেনকে সভাপতি করে 'অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি : জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ' নামে একটি কমিশন গঠিত হয়। পরে ১৯৮৮ সালে অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমদকে চেয়ারম্যান করে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন ও ১৯৯৭ সালে প্রফেসর এম